মুজিবনগরে শ্রমিকদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

“ভাত চাই না, কাজ চাই” এই স্লোগানে সকল ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইটভাটায় কাজ করা প্রায় ২ হাজার শ্রমিক ও মালিক।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির ব্যানারে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বরাবর শ্রমিকদের দাবি তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে তুলে দেন ইটভাটা মালিক সমিতির নেতারা।

উক্ত স্মারকলিপিতে মোট ৭টি দাবি তুলে ধরা হয়। ১. ২০১৩ সালের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনে জিগজ্যাগ ভাটা বৈধ পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও, উক্ত আইনের ৮(৩)(৫) এবং ৮(৩)(খ) উপধারায় “দূরত্ব নির্ধারণের” কারণে দেশের কিছু জিগজ্যাগ ইটভাটার মালিকগণ ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর হাইব্রিড কিল্ন এবং টানেল কিল্নের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ১০০০ মিটারের পরিবর্তে ৪০০ মিটার নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, আমাদের জিগজ্যাগ ভাটার জন্য উক্ত আইনের ৮(৩)(ঙ) ধারায় নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ৪০০ মিটার এবং আইনের ৮(৩)(খ) ধারায় বন থেকে দূরত্ব ৭০০ মিটার নির্ধারণ করে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করার আবেদন জানাচ্ছি। ২. জিগজ্যাগ ইটভাটায় কোনো প্রকার হয়রানি বা মোবাইল কোর্ট করা যাবে না। অন্যথায়, আমরা ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হবো। ৩.কোনো ইটভাটা বন্ধ করতে হলে সরকারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। ৪. মাটি কাটার জন্য ডিসির প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। ৫. পরিবেশগত ছাড়পত্র, ডিসি লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য কাগজপত্র ইস্যু/নবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করছি। ৬. ইটভাটাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। ৭. ইটভাটা পরিচালনার জন্য

দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তছলিমুল ইসলাম।

তারা বলেন, “আমরা, বাংলাদেশের ইটভাটা মালিকগণ, বিগত ৩৫-৪০ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ইটভাটা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইট সরবরাহ করে আমরা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি।”

তারা আরও বলেন, “এই শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে, যা ৫০ লাখ পরিবারের তথা প্রায় ২ কোটি মানুষের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। ইটভাটা বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়াও, প্রতিটি ইটভাটার বিপরীতে প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ রয়েছে, যা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার সমান। ইটভাটা বন্ধ হলে এই ঋণ অনাদায়ী থেকে যাবে।”

তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, “মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান অত্যন্ত আন্তরিক হলেও, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে জিগজ্যাগ ইটভাটার সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইটভাটা পরিচালনার একটি যৌক্তিক সমাধান হবে।”

গাংনীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট শাখায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে চোরেরা ব্যাংকের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভল্ট ভেঙে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআরও নিয়ে গেছে চোরেরা, ফলে চুরির সময়কার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রাহকদের কোনো টাকা খোয়া যায়নি এবং তাদের লেনদেন স্বাভাবিকভাবে চলবে।

ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, “গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নজরুল টাওয়ারের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা জানালার গ্রিল ও ব্যাংকের ভল্ট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, ব্যাংকটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না, যা তদন্তে উঠে এসেছে।”

এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে এবং দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স

জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭

ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

বিএনপির দুই পক্ষের ৫ কর্মী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাজনৈতিক কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামের হাসমত খাঁ’র ছেলে মো: জসিম উদ্দীন (৪০), আরোজ আলীর ছেলে শেরেগুল ইসলাম (৪২), মতেহার আলীর ছেলে জাহান আলী (৪৩) ও আসমত আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ ও হোটেল মালিক জানসুরাত (৫০)।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসাপতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই

তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ত্যক্ষদর্শিরা জানান, কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে জসিম উদ্দীন, শেরেগুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ ও জাহান আলী অপরপক্ষে মোঃ ইয়াসিন (৪০ বোরহান (৪২), সাগর (২২) আশিক(৩০), দিদার (৩৫) ও সহোদর ভাই রুবেল এবং ছগির হোসেনের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হোটেল মালিক জানসুরাতকে মারধর করে এই ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয় দফায় লাঠিশোঠা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালিন সময়ে পাঁচজন আহত হন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সংঘাত এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক

কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নির্বাচন অফিসার মো. ওয়ালিল্লাহ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার প্রমুখ।

এর আগে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবসের সূচনা করা হয়।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায় দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু

মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মেহেরপুরে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনীরের নেতৃত্বে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম।

অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার আমানউল্লাহ, ফিল্ড সুপারভাইজার তৌহিদুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেনার হাফেজ মাওলানা আব্দুল হামিদ, জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. সাদিকুর রহমান, মাওলানা হাফিজুর রহমান, তরিকুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, সজল, আব্দুল হামিদ, হাফেজ আব্দুল হাশেম, নাজমুল ইসলামসহ মুসল্লিরা।